আলমডাঙ্গায় খেলাফত মজলিসের ইফতার মাহফিল

আলমডাঙ্গায় খেলাফত মজলিসের উদ্যোগে আলোচনা সভা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে। খেলাফত মজলিস আলমডাঙ্গা উপজেলা শাখার আয়োজনে “খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গণআন্দোলন গড়ে তুলুন” এবং রমজানের গুরুত্ব ও তাৎপর্য শীর্ষক এ আলোচনা ও ইফতার মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

সোমবার বিকাল ৫টার দিকে আলমডাঙ্গা চারতলা মোড়ের সেফ অ্যান্ড সুপার রেস্টুরেন্টে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় সভাপতিত্ব করেন খেলাফত মজলিস উপজেলা শাখার সভাপতি মাওলানা আনিসুর রহমান।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় নায়েবে আমির ও কুষ্টিয়া জোন পরিচালক অধ্যাপক মাওলানা সিরাজুল ইসলাম। তিনি বলেন, দেশের ইসলামী ও সমমনা রাজনৈতিক শক্তিগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আস্থা, সংহতি ও ঐক্য আজ সময়ের অপরিহার্য দাবি। বিভক্তি বা মতানৈক্য জাতির কোনো কল্যাণ বয়ে আনতে পারে না। বরং জাতীয় স্বার্থে এবং জনগণের প্রত্যাশা পূরণে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে।

বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য ও কুষ্টিয়া জোন পরিচালক, সাবেক ব্যাংকার সিরাজুল ইসলাম। তিনি বলেন, যে চেতনা ও প্রত্যাশা নিয়ে জুলাই আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল, সেই চেতনার বাস্তব প্রতিফলন ঘটাতে হলে রাজনৈতিক দল, যুব সংগঠন এবং সচেতন নাগরিক সমাজকে সম্মিলিতভাবে দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করতে হবে। যুবসমাজই জাতির ভবিষ্যৎ ও পরিবর্তনের প্রধান শক্তি। তাই দেশের কল্যাণে, ন্যায়ভিত্তিক সমাজ গঠনে এবং ইসলামী মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠায় সমাজকে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে আরও উপস্থিত ছিলেন চুয়াডাঙ্গা জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা মনিরুজ্জামান, আলমডাঙ্গা উপজেলা শাখার সভাপতি আকরাম হোসাইন, কুষ্টিয়া জেলা যুব মজলিসের সেক্রেটারি হাফেজ মো. শফিউল ইসলাম, বাড়াদী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান ও বিশিষ্ট সমাজসেবক মনিরুজ্জামান মনি এবং জাতীয় পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ ইমাম মাওলানা মো. আবুল বাশার।

আলহাজ্ব জাকারিয়া হাবিবের উপস্থাপনায় অনুষ্ঠানে আরও বক্তব্য

রাখেন আলমডাঙ্গা নাগরিক উন্নয়ন কমিটির সাংগঠনিক সম্পাদক শরিফুল ইসলাম পিন্টু এবং সরকারি কলেজের প্রভাষক মো. আব্দুল হাই।

অনুষ্ঠান শেষে দোয়া মাহফিল পরিচালনা করেন মাওলানা মো. ইসহাক আলী।

জীবননগরে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের সংবর্ধনা অনুষ্ঠান

জাতীয় সংসদ নির্বাচনে চুয়াডাঙ্গা-২ আসনে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস মনোনীত প্রার্থী মাওলানা জুবায়ের খান সাহেবকে হৃদয়গ্রাহী সংবর্ধনা জানিয়েছে দলটির জীবননগর থানা শাখা। এ উপলক্ষে গতকাল মঙ্গলবার এক বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় জীবননগর থানা শাখার অস্থায়ী কার্যালয়ে, যা তরফদার মার্কেটের দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত।

অনুষ্ঠানে ফুলের শুভেচ্ছা ও ভালোবাসার মধ্য দিয়ে মাওলানা জুবায়ের খানকে বরণ করে নেন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের জীবননগর থানা শাখার সভাপতি মুফতি শাহজামাল সাহেব, সেক্রেটারি হাফেজ মাওলানা জুবায়ের আল মাহমুদ এবং সাংগঠনিক সম্পাদক হাফেজ মাওলানা জাহিদ বিন ইউসুফ।

এছাড়াও অনুষ্ঠানে সংগঠনের বিভিন্ন স্তরের দায়িত্বশীল ও সদস্যবৃন্দের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

বক্তারা তাঁদের বক্তব্যে বলেন, “ইসলামী আদর্শ প্রতিষ্ঠার পথে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যে ধারা বজায় রেখেছে, তাতে মাওলানা জুবায়ের খান সাহেবের মতো প্রজ্ঞাবান ও আদর্শবান নেতৃত্ব অত্যন্ত জরুরি।” তাঁরা আরও বলেন, ইসলামী রাজনীতিকে সুসংগঠিত ও লক্ষ্যপানে এগিয়ে নিতে এই সংবর্ধনা নতুন উদ্দীপনা যোগাবে।

উক্ত অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে প্রার্থীর প্রতি আস্থা, ভালোবাসা ও সহযোগিতার বার্তা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আগামী

জাতীয় নির্বাচনে তাকে বিজয়ী করতে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করার আহ্বান জানান নেতৃবৃন্দ।

ইসকন নিষিদ্ধের দাবীতে কুষ্টিয়ায় খেলাফত মজলিসের বিক্ষোভ মিছিল

ইসকনকে উগ্রবাদী সন্ত্রাসী সংগঠন আখ্যা দিয়ে মসজিদে হামলা ও চট্টগ্রামে আইনজীবী সাইফুল ইসলাম আলিফকে হত্যার প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ মিছিল করেছে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস কুষ্টিয়া জেলার নেতৃবৃন্দ।

আজ শুক্রবার (২৯ নভেম্বর) বাদ আসর শহরের বড়বাজার মসজিদ থেকে বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। এতে খেলাফত মজলিসের নেতৃবৃন্দ ছাড়াও কেন্দ্রীয় বড় মসজিদ, বড় বাজার জামে মসজিদসহ আশেপাশের মসজিদের মুসল্লীরা যোগ দেন।

মিছিলটি শহরের গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে শহীদ চত্বরে গিয়ে সমাবেশে মিলিত হয়।

মিছিলে’, ‘নারায়ে তাকবীর আল্লাহু আকবার’, ‘ইসকনকে নিষিদ্ধ কর, করতে হবে করতে হবে’ এমন নানা স্লোগান দেন মুসল্লীরা।

বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস কুষ্টিয়া জেলা শাখার সভাপতি মাওলানা আব্দুল লতিফ খানের সভাপতিত্বে ও সাধারণ সম্পাদক হাফেজ আরিফুজ্জামানের সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস কুষ্টিয়া জেলা শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আব্দুল হাকিম, সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুল খালেক, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মুমিনুল ইসলাম, বাংলাদেশ খেলাফত যুব মজলিসের সভাপতি মাওলানা শারাফাত হুসাইন, তরুণ গবেষক এবং বিশ্লেষক আবু মিরাজ রুদ্র (ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, স্কুল অফ বিজনেস) প্রমুখ।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, বিগত সরকার আলেমদের অত্যাচার করেছে,

নির্যাতন করেছে। তবে তারা ইসকনকে লালন করেছে। ইসকন সন্ত্রাসী কার্যক্রম পরিচালিত করে মসজিদে হামলা করছে, আইনজীবীকে হত্যা করেছে। তাদের অবিলম্বে নিষিদ্ধ করার দাবি জানান তারা।

তারা বলেন, ইসকনকে নিষিদ্ধ না করলে তৌহিদী জনতার আন্দোলন আরও বেগবান হবে তখন সরকারকে বেকাদায় পড়তে হবে। সময় থাকতে ইসকনকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানান তারা।

বিক্ষোভ মিছিলে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস কুষ্টিয়া জেলার নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন পর্যায়ের সাধারণ মানুষ ও শিক্ষার্থীরা অংশ নেন।